সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩৩
WEEKLY BOOKLET:233

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ।

আরশের ছায়া

ভাল, মন্দের সর্দার
সাতের জন্যে সাতই যথেষ্ট
ফিরিশতাকে সফর সঙ্গী বানানোর আমল
আল্লাহ পাককে উপর ওয়ালা বলা কেমন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" কিতাবের ১৯১-২০০ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

আরশের ছায়া

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ ১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই রিসালা **"আরশের ছায়া"** পড়ে নিবে তাকে কিয়ামতের দিনে তীব্র গরমের মধ্যে আরশের ছায়া নসীব করে তোমার সন্তুষ্টির সুসংবাদ দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন শ্রেণীর লোক **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ার মধ্যে থাকবে আরজ করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এরা কারা? ইরশাদ করলেন: প্রথমত ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করে, দ্বিতীয়ত আমার সুন্নাতকে জীবিত কারী, এবং তৃতীয় আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(বাদরুস সা'ফিরাহ, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬)

www.dawateislami.net

দ্বীনের কুতুবে আযম

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদূনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেকীর কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা দ্বীনের কুতুবে আযম, (অর্থাৎ এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে এর সাথে দ্বীনের সকল বিষয়াদি সম্পৃক্ত রয়েছে) এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে **আল্লাহ পাক** সকল নবী-রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام গণকে প্রেরণ করেছেন। (ইহয়াউল উলুম, ২/৩৭৭ পৃষ্ঠা)

আরশের ছায়া পাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাশরের ময়দানে ভয়ানক পরিস্থিতিতে যেদিন **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, ঐদিন **আল্লাহ পাক** নিজের আনুগত্যশীল বিশেষ বান্দাদেরকে আরশে আযীমের ছায়ার মধ্যে স্থান এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করাবেন ঐসব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। যেমন **আল্লাহ পাক** হযরত সায়্যিদূনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন যে ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে

www.dawateislami.net

বাধা প্রদান করো এবং লোকদেরকে আমার আনুগত্যের দিকে আহ্বান করো, কিয়ামতের দিন আমার আরশের ছায়ায় থাকবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৬ পৃষ্ঠা, নং ৭৭১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূর্য এক মাইল উপরে থাকবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং সূর্য একদম এক মাইল উপরে অবস্থান করে আগুনের বর্ষণ করবে, প্রচণ্ড পিপাসার কারণে জিহব্বা বের হয়ে আসবে, লোক ঘামের পানিতে হাবু-ডুবু খাবে, আরশের ছায়ার সঠিক অর্থ ও গুরুত্ব ঐ সময় বুঝে আসবে, সেটার আকাঙ্খা নিজের অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করুন, গরমের দিনে দুপুরের সময় এবং আপনি উত্তপ্ত রোদের মধ্যে মরুভূমির উপর খালি পায়ে হাঁটেন যদি এমন সময় কোন ছায়া বিশিষ্ট জায়গা দেখেন ঐ সময় আপনি কি পরিমাণ খুশি হবেন সেটা আপনি স্বয়ং নিজেই অনূভব করতে পারবেন অথচ কিয়ামত দিবসের উত্তাপের তুলনায় দুনিয়ার রোদের কোন মূল্যই নেই। সুতরাং কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** অনুগ্রহে "আরশের ছায়া" পাওয়ার জন্যে আজ পৃথিবীতেই নেকীর

www.dawateislami.net

দাওয়াতের বেশি বেশি সাড়া জাগিয়ে তুলুন এবং **আল্লাহ পাকের** নিকট আরশের ছায়া পাওয়ার প্রার্থনা করতে থাকুন।

ইয়া ইলাহী গরমীয়ে মাহশর ছে যব ভড়কে বদন
দামনে মাহবুব কি ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী জব জবানে বাহার আয়ে পিয়াস ছে
সাহেবে কাউসার শাহে জুদ ও আতা কা সাথ হো
ইয়া ইলাহী সরদ মেরে পর হো জব খোরশিদে হাশর
সায়্যিদি বে ছায়ে কে যিল্লি লেওয়া কা সাথ হো

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

কালামে রেযার ব্যাখ্যা: আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুনাজাতের তিনটি লাইনের সারাংশ লক্ষ্য করুন: (১) হে আমার মাবুদ! যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে এবং ঐখানে গরমের তাপে মানুষের দেহ উত্তপ্ত এবং জ্বলতে থাকবে ঐ সময় আমরা গোলামানে মুস্তফাদের **তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমতের দামানের শীতল শীতল হাওয়া নসীব করো (২) এ আমার প্রতিপালক! কিয়ামতের ভয়ানক তাপ এবং মারাত্মক পিপাসায় যখন জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে! এমন হৃদয় বিদারক পরিস্থিতিতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ নসীব করো, হায়! যদি আমরা **পিপাসা নিবারণকারী দয়াল নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

মোবারক হাতে কাউসারের পানি পান করা নসীব হয়ে যেতো (৩) হে দয়াময় প্রতিপালক! কিয়ামতের উত্তপ্ত ময়দানে যখন সূর্য বিক্ষিপ্ত আগুন বর্ষণ করবে, হায়! এরকম প্রাণ হরণকারী কঠিন রোদের মধ্যে যখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে, আমাদের সেই **সায়্যিদ ও সর্দার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রোদের মধ্যে যার ছায়া যমিনে পড়ত না তাঁর আজিমুশশান পতাকার ছায়া দান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভাল, মন্দের সর্দার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাউকে নিজের নেতা, কর্ণধার এবং লিডার বানানোর পূর্বে আখিরাতের উপকার ও অপকার সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত, যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেককার বান্দাকে নিজের কর্ণধার বানাবে তার কথার উপর আমল করবে সে কিয়ামতের দিন তার সাথে থাকবে এবং যে হতভাগা দুনিয়ার রঙ-তামাশায় মত্ত হয়ে, সম্পদ ও পদ মর্যাদা অর্জনের লোভে পড়ে অসৎ নেতার ফাঁদে পড়ে ফেঁসে যায় এবং দুনিয়াতে তার কথা অনুযায়ী চলবে তো হাশরের দিন ঐ নেতার সাথে থাকবে। আমাদের সকলেরই কিয়ামতের ভয়াবহতাকে ভয়

www.dawateislami.net

করা উচিত। দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার অনুবাদকৃত পবিত্র কুরআন, "কানযুল ঈমান সাথে খাযাইনুল ইরফান" ৫৩৯ পৃষ্ঠা ১৫ পারা সূরা বনী-ইসরাইল আয়াত ৭১ **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ
(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করবো।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় লিখেন: (ঐ ইমামের সাথে ডাকা হবে) যাকে সে দুনিয়াতে অনুসরণ করত। হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: এর দ্বারা ঐ ইমাম (অর্থাৎ নিজের সময়ের কর্ণধার) উদ্দেশ্য যার দাওয়াতের উপর দুনিয়া চলে, হ্যাঁ সে হকের দাওয়াত দিয়ে থাকুক বা বাতিলের। মোটকথা এটা যে প্রত্যেক গোত্র আপন সর্দারের নিকট একত্রিত হবে যার নির্দেশে দুনিয়াতে চলতো এবং তাদেরকে তার নাম ধরে ডাকা হবে হে অমুকের অনুসরণকারীগণ।

(তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, পারা ১৫, বনী ইসরাইল, ৭১ নং আয়াতের পাদটীকা)

www.dawateislami.net

নেক কাজের ইমামের উত্তম পরিণতি

যেই সৌভাগ্যবানদের তাবলিগী কাজ এবং নেকীর দাওয়াত সম্বলিত দুনিয়াতে কোন দায়িত্ব মিলে এবং সে একনিষ্টতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে তাদের সৎ কাজে সাহায্য সহযোগীতা করবে সেসব একনিষ্ট বান্দাদের খুব সম্মান ও মর্যাদা অর্জন হবে। এই প্রসঙ্গে একটি ঈমান সতেজকারী বর্ণনা শুনুন যেমন হযরত সায়্যিদূনা কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী ইমামকে কিয়ামতের দিন আনা হবে এবং তাকে বলা হবে যে আপন প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হও তো সে উপস্থিত হবে তখন মাঝখান থেকে পর্দা উঠে যাবে, তাকে জান্নাতের যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে, সে জান্নাতে গিয়ে নিজের স্থান দেখবে, তাকে বলা হবে যে এটা অমুকের স্থান এবং এটা অমুকের, তো সে জান্নাতের ঐসকল জিনিস সমূহ দেখবে যেগুলো স্বয়ং তার জন্যে এবং তার বন্ধুদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নিজের স্থানটি ঐসব (বন্ধুদের স্থানের) চেয়ে উত্তম পাবে, এরপর তাকে জান্নাতের পোশাক থেকে একটি পোশাক পরিধান করিয়ে দেয়া হবে এবং তার মাথায় জান্নাতের মুকুট সমূহ থেকে একটি মুকুট পরিধান করা হবে

www.dawateislami.net

এবং তার চেহারা চমকাতে শুরু করবে এই পর্যন্ত যে চাঁদের মতো হয়ে যাবে। যেই তাকে দেখবে তখন বলবে: হে আল্লাহ! একে আমাদের মতো বানিয়ে দাও এই পর্যন্ত যে সে নিজের ঐ বন্ধুদের নিকট আসবে যারা ভাল ও কল্যাণের কাজে তাকে সঙ্গ দিতো এবং নেকীর কাজে হাত বাড়িয়ে দিতো। তাদেরকে বলবে: হে অমুক! **আল্লাহ পাক** জান্নাতে তোমার জন্যে এমন এমন নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাদের এরকম সুসংবাদ শুনাতে থাকবে এই পর্যন্ত যে তার নিজের উজ্জল চেহরার মতো ঐসব বন্ধুদের চেহরাও আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠবে এবং এই ভাবে লোকেরা তাদের উজ্জল চেহারা দ্বারা তাদের চিনে ফেলবে। (আল বাদরুস সা'ফিরাহ, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

পুর যিয়া কর মেরা চেহরা হাশর মে এ্যয় কিবরিয়া
শাহ যিয়া উদ্দীন পীরে বা সফা কে ওয়াস্তে

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্যাসেটের 'একটি বাক্য' অন্তরে এমন ধাক্কা লেগেছে যে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "দাওয়াতে ইসলামীর" সুবাসিত "দ্বীনি পরিবেশ 'র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, এই

www.dawateislami.net

দ্বীনি পরিবেশের বরকতে অসংখ্য ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন গুনাহ থেকে তাওবা করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিতে মশগুল হয়ে গেছে, আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্যে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি, যেমন পাঞ্জাব (পাকিস্থান) 'র শহর চিশতিয়া শরীফের এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারাংশ: নামায ত্যাগ করা, দাঁড়ি মুন্ডানো, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ তার জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল, গান-বাজনা শুনার আসক্তি পাগলামি পর্যায়ের ছিল, বিভিন্ন ধরনের গান তার মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটারে সব সময় থাকত। সে ইন্টারনেটের ভুল ব্যবহারের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত ছিল। জিন্স (JEANS) ব্যতীত অন্য কোন পাতলা কাপড় পরিধান করত না এমনকি একদা ঈদের সময় সম্মানীত পিতা তার জন্যে স্যুট প্যান্ট কিনল কিন্তু সে সেটা পরিধান করতে অস্বীকার করল এবং নফসের আকাঙ্খা অনুযায়ী শার্ট প্যান্ট ক্রয় করে ঈদের সময় ঐ পোশাক পরিধান করল। ফ্যাশন প্রেমী হওয়ার কারণে সে পাগড়ী এবং পাঞ্জাবী-পায়জামা সম্পর্কে কখনো চিন্তায় করেনি। তার সংশোধনের কারণ কিছুটা এরকম হলো যে তাদের নিকটবর্তী মসজিদে যে নতুন ইমাম সাহেব তাশরিফ এনেছেন সে সৌভাগ্যক্রমে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন,

www.dawateislami.net

"দাওয়াতে ইসলামীর" দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। একদিন তিনি তাকে একক প্রচেষ্টা" করতে গিয়ে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন, ইমাম সাহেবের একক প্রচেষ্টার কারণে সে দুই একবার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণই করল। একদিন ইমাম সাহেব তার পিতাকে "দাওয়াতে ইসলামীর" মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট "মৃত ব্যক্তির অসহায়ত্ব" উপহার দিলেন। **আল্লাহ পাকের** রহমতে একরাত ঐ ইসলামী ভাইয়ের এই ক্যাসেটটি শুনার সৌভাগ্য অর্জন হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! ঐ বয়ানের বরকতে তার অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হতে লাগল, বিশেষ করে এই "বাক্য": মানুষকে মৃত্যুর পর অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেয়া হবে, গাড়ী থাকে তো সেটাও গ্যারেজে পড়ে থাকবে।" এই ক্যাসেটটি তার অন্তরে মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! সে সাথে সাথে নিজের অতীরের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, নিজের মোবাইল এবং কম্পিউটারকেও গান-বাজনার নাপাকি থেকে পবিত্র করে দিল এবং "দাওয়াতে ইসলামীর" দ্বীনি পরিবেশের সাথ সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। এই "মাদানী পরিবেশ" তাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে, সে নিজের চেহরায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

ভালবাসার নিশানা দাঁড়ি মোবারক এবং মাথায় পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে নিল এবং সুন্নাত অনুযায়ী পোশাক পরিধান করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এই বর্ণনা দেয়ার সময় ঐ ইসলামী ভাই ইউনিভার্সিটির হোষ্টেলে দাওয়াতে ইসলামী শোবায়ে তালিমের যিম্মাদার হিসেবে দ্বীনি কাজের সাড়া জাগানোর প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে।

একিনান মুকাদ্দার কা ওহ হে সিকান্দার
জিসসে খায়র ছে মিল গেয়া মাদানী মাহল
ইয়াহা সুন্নাতে শিখনে কো মিলে গি
দিলায়েগা খওফে খোদা মাদানী মাহল
গুনাহগারো আও সিয়া কারো আও
গুনাহ তুম ছে দে গা ছুড়া মাদানী মাহল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদের ইমাম মূলত এলাকার মুকুটবিহীন বাদশাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মসজিদের পেশ ইমাম ইসলামী ভাইয়ের একক প্রচেষ্টায় এক মডার্ণ এবং ফ্যাশন যুবককে সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে দিল! মসজিদের ইমাম সাহেবগণ সাধারণ ইসলামী ভাইদের

www.dawateislami.net

তুলনায় অধিক প্রভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে, বিশেষ করে চরিত্রবান এবং মিশুক স্বভাবের ইমাম ঐ এলাকার মূলত "তাজবিহীন বাদশাহ" হয়ে থাকে, লোকজন তাকে সীমাহীন সম্মান করে এবং তাদের কথা মনপ্রাণ দিয়ে মান্য করে এবং মাথায় ও নয়নে রাখে। আয়িম্মায়ে কেরামের খিদমতে আমার আবেদন হলো তারা যেন শুধুমাত্র জুমা মোবারকের বয়ানই যথেষ্ট মনে না করে, সুযোগ মতে প্রতিদিন ফয়যানে সুন্নাতের দরসের ব্যবস্থা করে এবং দরসদাতা "মুয়াল্লিম" এর উৎসাহ প্রদানের জন্যে তাতে অংশ গ্রহণ করুন, খুব বেশি একক প্রচেষ্টা" বৃদ্ধি করুন, এলাকায়ে দাওরা বরায়ে নেকীর দাওয়াতের মধ্যে নিজের অংশ গ্রহণটা নিশ্চিত করুন, প্রত্যেক মাসে কম্পক্ষে তিন দিনের জন্যে আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্যও অর্জন করুন, আসলেই যদি ইমাম সাহেব স্বয়ং নিজে সফর করে তাহলে اِنْ شَآءَ الله তাদের দেখা-দেখি মুকতাদীও সহজভাবে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে যাবে। অতএব প্রত্যেক মসজিদের ইমামকে নিজের ঐ স্থান থেকে "জায়িয উপকার" নিতে নিজের এলাকায় মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে সুন্নাতের বাহারের মাদানী পরিবেশ তৈরী করা উচিত এবং নিজের জন্যে পরকালের সাওয়াবের ভান্ডার করা উচিত।

www.dawateislami.net

নিজের মুকতাদীদের প্রতি অতিরিক্ত মিশুক হয়ে নিজের মর্যাদা খারাপ করার পরিবর্তে অহেতুক কথা থেকে বেঁচে তাদেরকে সুন্নাতে ভরা সুবাসিত মাদানী ফুল পেশ করার মধ্যে উভয় জাহানের কল্যাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করুন, যেমন

সাতের জন্যে সাতই যথেষ্ট

হযরত সায়্যিদূনা হাতেম আসমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে এক ব্যক্তি হাজির হয়ে উপদেশ গ্রহন করতে চাইল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: (১) যদি তুমি বন্ধু চাও তাহলে **আল্লাহ পাক** (এর স্বরণ) তোমার বন্ধু (অর্থাৎ সাথী হিসেবে) যথেষ্ট (২) অভিভাবক চাও তো "কিরামান কাতিবিন" (অর্থাৎ আমল লিখককারী বুযুর্গ ফিরিশতা) তোমার জন্যে যথেষ্ট (৩) যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও তাহলে "দুনিয়া ধ্বংস হওয়াটা" শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট (৪) যদি দূঃখ মোচনকারী প্রয়োজন হয় তাহলে "কুরআনে করিম" যথেষ্ট (৫) যদি কাজ চাও তাহলে "ইবাদত" যথেষ্ট (৬) যদি ওয়ায়েজ (অর্থাৎ উপদেশ প্রদানকারী) চাও তাহলে "মৃত্যু" যথেষ্ট। এই ছয়টি মাদানী ফুল বলার পর সাত নাম্বারে বললেন: (৭) এই কথাগুলো যদি তোমার পছন্দ না হয়

www.dawateislami.net

তাহলে তোমার দোযখ তোমার জন্যে যথেষ্ট। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২২৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নিরবে নির্লজ্জতা কারীর ভুল ধারণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না, যদি তাদের নিকট কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাই তাহলে তাকে আখিরাতে কাজে আসে এমন "মাদানী ফুল" দান করতেন। আসলেই যদি সফর ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গা **আল্লাহ পাকের** স্বরণের সাথে হয়, সব সময় অনূভব হয় যে, "**আল্লাহ পাক** দেখতেছেন।" যেমন পারা ৩০ সূরা আলাক ১৪ আয়াতে করিমায় ইরশাদ হচ্ছে: اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿۱۴﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সে কি জানে নি যে আল্লাহ তাকে দেখছেন।" অতঃপর লোক গুনাহের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত এবং সতর্ক থাকে এবং বাহ্যিকভাবে এবং গোপনে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে। যেসব লোক নিজের ভুল ধারনায় গোপনে মন্দ কার্যাদি করে থাকে

www.dawateislami.net

তাদেরকে এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে যেসব মন্দগুলোকে তারা গোপন ভেবে বসে আছে ঐসবের মন্দ এবং লজ্জাহীনতা গুনাহ লিখক ফিরিশতারা জানেন এবং লিখতেও রয়েছে! যদি কোন ব্যক্তির এই বিষয়ে জানা হয় তো তার এতো পরিমাণ লজ্জা এবং নিন্দা হবে যে মন চাইবে যে ব্যস এখন যমিন ফেটে তাতে ঢুকে যায়! পারা ২৬ সূরা কৃফ আয়াত নাম্বার ১৮ তে ইরশাদ করেন:

رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ

(পারা ২৬, সূরা কৃফ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

পারা ৩০ সূরা ইনফিতার আয়াত নাম্বার ১০-১২ তে রয়েছে:

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿۱۰﴾ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿۱۱﴾ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۱۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিশ্চয় তোমাদের উপর কিছু সংখ্যক রক্ষণাবেক্ষণকারী রয়েছে, সম্মানীত লিখকগণ, জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতীয়মান হলো আমল

www.dawateislami.net

নামা লিখক ফিরিশতা আমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য আমল সম্পর্কে জানে আর না হয় লিখে কিভাবে। (ইলমুল কুরআন ৮৫ পৃষ্ঠা) سُبْحٰنَ اللّٰه! যেহেতু আমলনামা লিখক ফিরিশতা আমাদের গোপন কার্যাদি সম্পর্কে জানেন তো সকল ফিরিশতা বরং সকল মানুষের সর্দার, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট তাঁর গোলামদের অন্তরের অবস্থা কেন জাহের হবে না! আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ প্রিয় নবীর দরবারে আরজ করেন:

সরে আরশ পর হে তেরী গুযার, দিল ফারশ পর হে তেরী নযর
মালাকুত ওয় মুলক মে কুয়ী শে, নেহী ওহ জু তুঝ পে ইয়া নেহী

(হাদায়িকে বখশিশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

কঠিন শব্দের অর্থঃ সরে আরশ = আরশের উপর। মালাকুত = ফিরিশতাদের বসবাসের জায়গা। ইয়াঁ = প্রকাশ্য।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর কালামের ব্যাখ্যাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরশের উপর এবং ফারশ অর্থাৎ যমিনের ভিতর সবকিছু আপনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির সামনে। দুনিয়ার কোথাও এমন কোন জিনিস নেই যেটা আপনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রকাশ্য নয়।

www.dawateislami.net

ফিরিশতাকে সফর সঙ্গী বানানোর আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে বুঝতে পারে যে, দুনিয়া বড়ই বিশ্বাস ঘাতক সে যেন সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে, তিলাওয়াত ও ইবাদত তার নিত্য দিনের কাজ হয়, যিকির ও নিয়মিত দরূদ পাঠে অভ্যস্ত থাকে তাহলে উভয় জাহাতে তার তরী হয়ে পার হয়ে যাবে। মুকিম হোক বা মুসাফির প্রত্যেকের উচিত যে অযথা কথা বার্তা বলার পরিবর্তে যিকির ও দরূদ এবং সুন্নাতে ভরা সুন্দর সুন্দর কথা বলার মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা। বিশেষ করে সফর সম্বন্ধে একটি মাদানী ফুল গ্রহণ করা। যেমন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: যে ব্যক্তি সফরের সময়ের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** দিকে মনযোগ রাখে এবং তাঁর যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাক নিযুক্ত করে দেন এবং যে (অযথা) অনর্থক আলাপের মধ্যে মশগুল থাকে তো তার পেছনে একজন শয়তান লেগে যায়।

(মু'জামে কবীর, ১৭/৩২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াত দেয়াও জিহাদ

হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিহাদ চার প্রকার: (১) নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং (২) মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা এবং (৩) ধৈর্যের স্থলে সত্য বলা এবং (৪) ফাসিকদের প্রতি ঘৃণা রাখা। যে নেকীর নির্দেশ দিল সে মুমিনদের বাহু সুদৃঢ় করল এবং যে মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করল সে ফাসিকদের নাক ধূলায় মলিন করল। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৫/১১ পৃষ্ঠা, নং ৬১৩০)

ফাসিকের "অবাধ্যতার" প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত

হযরত সায়্যিদূনা আব্দুল আযিয দাব্বাগ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: কোন ফাসিক মুসলমানের প্রতি এইভাবে ঘৃণা প্রকাশ করা উচিত নয় যে তার ব্যক্তি সত্ত্বাকে ঘৃণা করা হয়, হ্যাঁ! তার মন্দ আমল এবং নাজায়িজ কাজকে খারাপ জানা উচিত। কেননা তার এই গুনাহ যেটা ঘৃণার কারণ সেটা হলো অস্থায়ী কিন্তু তার অন্তরে বিদ্যমান ঈমান স্থায়ী। সে স্বয়ং একজন মুমিন এবং এটা এমন বিষয় যেটা আন্তরিকতাকে আবশ্যক কারী সুতরাং ঐসব পবিত্র স্বভাবের কারণে তার সত্তার সাথে

www.dawateislami.net

ভালবাসা রাখা উচিত এবং তার মন্দ কাজ এবং গুনাহ গুলোকে ঘৃণা করা উচিত। (ইবরিয, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

ফাসিকের সংস্পর্শ খুব ক্ষতিকর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মাথায় রাখুন যে ফাসিকের অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা রাখতে হবে এর অর্থ কখনো এটা নয় যে ফাসিকের সংস্পর্শও গ্রহণ করবে। দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা কিতাব, **"গীবত কি তাবাকারীয়া"** (৫০৫ পৃষ্ঠা) এর ১৭২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মন্দ সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকা অনেক জরুরী আর না হয় আখিরাত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আমার আকা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "শরীয়ত নামাযের মধ্যে এমন কোন যিকির রাখেনি যেটাতে "শুধুমাত্র মুখে" শব্দ করা হবে এবং মর্মার্থ উদ্দেশ্য হবে না।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৬৭ পৃষ্ঠা) তবে (আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই উক্তির মধ্যে) আপনাদের মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে আরজ করছি যে, বিতিরের নামাযে আপনারা দোয়ায়ে কুনূত তো পড়ে থাকেন যেটার মধ্যে (এটাও রয়েছে): وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ؕ অর্থাৎ "(হে আল্লাহ! আমরা) পৃথক করি এবং পরিহার করি তাকে যে তোমার

www.dawateislami.net

নাফরমানী করে।” যদি আজকের পূর্বে অর্থ জানা ছিল না তো চলুন এখনতো জানলেন সুতরাং আপন প্রতিপালকের সাথে প্রতিদিন করা এই ওয়াদাকে এখন আমলীভাবে বাস্তবায়ন করুন এবং বেনামাযীরা, গালি, কু-ধারণা, অপবাদ, গীবত, চোগলখোরী এবং বিভিন্ন ধরনের গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত কারী ফাসিকরা ও ফাজিররা এবং তাদের সংস্পর্শ অবলম্বন কারীগণ তাওবা করে নিন। আর কুরআনে করীমেও এরকম ব্যক্তিদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা থেকে নিষেধ করছেন, যেমন পারা ৭ সূরা আনআম আয়াত ৬৮ তে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ اِمَّا یُنْسِیَنَّكَ الشَّیْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ(۶۸)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃর স্বরণ আসতেই যালিমদের নিকটে বসো না।

তাফসীরে আহমদীয়ার মধ্যে রয়েছে এই আয়াতের মোবারকার ব্যাখ্যায় লিখেন: এখানে যালিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফির, পথভ্রষ্ট ও বদ দ্বীন এবং ফাসিকগণ। (তাফসীরে আমদীয়া, ৩৮৮ পৃষ্ঠা) “গীবত কি তাবাকারীয়া” ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্যে ফাসিকদের নিকট যাওয়া জায়িয

যেই ইসলামী ভাই খোদাভীরু পরহেযগার, সেও বন্ধুত্বের খাতিরে নয় বরং নেকীর দাওয়াতের ভিত্তিতে নাফরমান এবং পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে বসতে পারবে। যেমন: দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার অনুবাদকৃত পবিত্র কুরআন, "কানযুল ঈমান সাথে খাযাইনুল ইরফান" পৃষ্ঠা ২৬০ পারা ৭ সূরা আনআম আয়াত নাম্বার ৬৯ তে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۶۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা পরহেযগারদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই, হ্যাঁ, উপদেশ দেয়া, হয়ত তারা ফিরে আসবে।

হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় বলেন: "এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে উপদেশ ও এবং সত্য প্রকাশের জন্যে তাদের নিকট বসা জায়িয।"

www.dawateislami.net

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব নেকীর দাওয়াতের অংশবিশেষ এখানে শেষ। নিচে উল্লেখিত প্রশ্নাবলি আমীরে আহলে সুন্নাতের মলফুযাত থেকে নেয়া হয়েছে যেগুলো বিষয়ের আলোকে এখানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।)

আল্লাহ পাককে উপর ওয়ালা বলা কেমন?

প্রশ্নঃ এটা কি বলতে পারবে যে **"আল্লাহ পাক** উপরে"?

উত্তরঃ আল্লাহ পাক স্থান থেকে পবিত্র সুতরাং এটা বলতে পারবে না যে **আল্লাহ পাক** উপরে বা নিচে অথবা ডানে বা বামে। (বাহারে শরীয়ত, ১/১৯ পৃষ্ঠা, অংশ ১) কিছু লোকেরা বলে থাকে **আল্লাহ পাক** আসমানে থাকেন এবং কেউ বলে থাকে যে আরশে থাকেন অথচ **আল্লাহ পাকের** জন্যে কোন স্থান অর্থাৎ স্থির হওয়া, দাঁড়ানো এবং থামার জায়গা হোক এরকম কোন বিষয় নেই। **আল্লাহ পাকের** কোন দেহ নেই এবং তিনি শরীর এবং শারীরিকতা থেকে পবিত্র। (দুররে মুখতার, ২/৩৫৮ পৃষ্ঠা) এটা বলা যে **আল্লাহ পাক** উপরে এটাকে ওলামায়ে কেরাম কুফর লিখেছেন। (বাহরুর রায়িক, ৫/২০৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** সত্তার সম্পর্কে এরকম মাসআলা জানার জন্যে দাওয়াতে ইসলামী মাকতাবাতুল মদিনার কিতাব **"কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** অধ্যয়ন করুন !اِنْ شَآءَ الله আপনার

www.dawateislami.net

ঈমান সতেজ হয়ে যাবে এবং আপনার অসংখ্য বরং হাজারো এমন এরকম কুফরি বাক্য সম্পর্কে জানা হবে যেগুলো বর্তমান লোকদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড ৩১, পৃষ্ঠা ৭)

ধারণায় জীবন অতিবাহিতকারী

প্রশ্নঃ আপনি বলেছেন যে,**"আল্লাহ পাক**কে উপর ওয়ালা বা আল্লাহ আরশের উপর" এটা না বলতে যেখানে আমরা শুনেছি যে মেরাজের রাতে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশের উপর **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের জন্যে তাশরিফ নিয়েছেন এবং আরশ উপরই রয়েছে তো এর দ্বারা কি বুঝায়? (সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তরঃ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** সাথে সাক্ষাতের জন্যে আরশে গিয়েছেন এটা সাধারণ (অজ্ঞ) মানুষদের কথা। এটা সঠিক যে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরশে গিয়েছেন কিন্তু **আল্লাহ পাকের** দিদার কোথায় হয়েছে এটার আলোচনা নেই। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন:

খিরাদ ছে কেহ দো কে সার ঝুঁকালে, গুমাঁ ছে গুযরে গুযারনে ওয়ালে
পড়ে হে ইয়া খোদ জহত কো লায়ে, কিসসে বাতায়ে কিদর গেয়ে তে

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খিরদ এর অর্থ হলো আকল এবং জ্ঞান, গুমান অর্থাৎ ধারণা, জহত এর অর্থ সামত বা ড্রাইরেকশন। কবিতার অর্থ এটা হলো যে আকলকে বলে দাও যে আত্মসমর্পণ করো চিন্তা করবে না কেননা অতিক্রম কারী খিয়াল থেকেও উর্ধ্বে হয়েগেছেন, বরং এখানে জহত এবং দিক কেও নিয়ে এসেছে না উপর না নিচে না ডান আছে না বাম আছে। একইভাবে প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন কপালের চক্ষু দিয়ে **আল্লাহ পাকের** দিদারে ধন্য হয়েছেন। কিভাবে দেখেছেন? এই কথাটি ভাবার নয় বরং মেনে নেয়া বিষয়।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ড ৩১, পৃষ্ঠা ৮)

প্রশ্নঃ নাতের এই লাইনগুলোর ব্যাখ্যা করে দিন। (নিগরানে শূরা হাজ্বী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারীর প্রশ্ন)

ওয়াসেতা পিয়ারে কা এ্যয়সা হো কে জু সুন্নী মরে
ইউ না ফরমায়ে তেরে শাহিদ কে ওহ ফাজির গেয়া
আরশ পর ধোমে মছে ওহ মুমিন সালিহ মিলা
ফরশ ছে মাতম উঠে ওহ তৈয়্যিব ও ত্বহির গেয়া

(হাদায়িকে বখশিশ, ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা)

উত্তরঃ কবিতার এই লাইনগুলোর ব্যাখ্যা এটা যে "হে আল্লাহ! তোমাকে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলা! আমাদের উপর এমন দয়া করো যে যখন আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাব তো তোমার সাক্ষী এটা যেন না বলে

www.dawateislami.net

নাফরমান দুনিয়া থেকে গেলো, বরং ফিরিশতারা যেন আনন্দ উল্লাস করে যে একজন নেককার বান্দা আমাদের নিকট এসেছে এবং দুনিয়া ওয়ালারা আফসোস করে যে একজন নেককার বান্দা আমাদের থেকে চলে গেলো।" এখানে শাহিদ দ্বারা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সত্তা উদ্দেশ্য, কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম শাহিদও ছিল। যেমনটি কুরআনে পাকে এক আয়াতে মোবারকায় রয়েছে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি উপাধি "শাহিদ, মুবাশশির, এবং নযীর" বর্ণনা করা হয়েছে।[১] বা শাহিদ দ্বারা উদ্দেশ্য মুমিনগণ। অর্থাৎ যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তখন মুসলমানরা যেন এটা না বলে যে এ ফাজির গেলো। আমার অধিক ধারণাও এই দিকে যে এখানে মুসলমান উদ্দেশ্য, কেননা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো অনুগ্রহকারী এবং আপন গোলামদের দোষ-ত্রুটি গোপনকারী। দয়াল নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তো **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে এই বিষয়েও জ্ঞান রয়েছে যে কে ফাজির! এবং কে খোদাভীরু!

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ২৪৬, পৃষ্ঠাঃ ৮)

---

১. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ (পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)। নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি 'উপস্থিত' 'পর্যবেক্ষণকারী' (হাযির-নাযির) করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরুপে।

www.dawateislami.net

আরশের ছায়া প্রদানকারী আমল

প্রশ্নঃ এমন কোন আমল বলুন যেটার কারণে আরশের ছায়া পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ হাদীসে মোবারকার মধ্যে রয়েছে ঋণ গ্রস্থকে অবকাশ দেয়া বা ঋণ ক্ষমা করার ফযীলত সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। **আল্লাহ পাকের** প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দরিদ্রদের অবকাশ দেয় বা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে ঐদিন তাঁর আরশের ছায়ার মধ্যে জায়গা দিবেন যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া হবে না।" (তিরমিযি, ৩/৫২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৩১০) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: যে দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা তার ঋণ ক্ষমা করে দিলো **আল্লাহ পাক** তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২২৬২২) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খন্ডঃ ২৪৮, পৃষ্ঠা ২)

'আরশে আযম পে রব' সম্বলিত পংক্তি পড়া কেমন?

প্রশ্নঃ এই পংক্তি সঠিক নাকি ভুল?

আরশে আযম পে রব সবজ গুম্বদ মে তুম
কেউ কহো মেরা কুয়ি সাহারা নেহি

www.dawateislami.net

মে মদীনে ছে লেকিন বহুত দূর হো
ইয়ে খলিশ মেরে দিল কো গুয়ারা নেহি

উত্তরঃ এই কবিতার শুরুর শব্দাবলি "আরশে আযম পে রব" এ বাহ্যিকভাবে !مَعَاذَ الله আরশে আযিমে **আল্লাহ পাকের** স্থান বানানো হয়েছে এবং **আল্লাহ পাকের** জন্যে স্থান কুফরি লুযুমী। যদি এই কবিতার শুরুতে "আরশে আযম কা রব" পড়ত তাহলে শরয়ী গ্রেফতার থেকে বেরিয়ে যেতো।

(কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৪২ পৃষ্ঠা)

দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয়ার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর বাণীঃ যে কোন দরিদ্র ঋণ গ্রস্থকে অবকাশ দেয় বা তার ঋণ (কিছুটা) ক্ষমা করে দিল, আল্লাহ পাক তাকে তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।**

(তিরমিযি, ৩/৫২ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৩১০)

www.dawateislami.net

দরিদ্র ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়ার ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"যে ব্যক্তি দরিদ্রদের অবকাশ দেয় বা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে ঐদিন তাঁর আরশের ছায়ার মধ্যে জায়গা দিবেন যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া হবে না।"

(তিরমিযি, ৩/৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩১০)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪৮০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net